

আব্বার কাছে থোন্না চিঠি

-মৌলি (হুমায়ূন) আজাদ

আব্বা,

জার্মানীতে তোমার কাছে চিঠি বা ই-মেইল লিখবো বলেই পথ চেয়ে বসেছিলাম, কিন্তু তা আর পারলাম কই। কারণ, তুমি জার্মানীর কোন ঠিকানা বা ই-মেইল না দিয়েই চলে গেছো না-ফেরার দেশে। তুমি সেখানে কেমন আছো? জানি ভালোই আছো আমাদের কষ্ট দিয়ে। তোমার তো ভালোই থাকার কথা, কারণ তুমি পরম নিশ্চিত্তে বাস করছো তোমার সবচেয়ে প্রিয় রাড়িখালের কচুরিপানা, হাসনাহেনা, গাঁদা ফুল আর জামুরা গাছের ছায়ায়। সেখানে নিশ্চয়ই তোমাকে কেউ হুমকি দেয়না, অকারণে জ্বালাতন করে না। তাহলে আর তোমার অসুবিধে কোথায়? সকালে ঘুম থেকে উঠেই তোমার কণ্ঠ কানে বাজে। তুমি না জোরে ডাকাডাকি করে আমাদের ঘুম ভাংগাতে, তাহলে এখন আর সেই ডাক শুনিনা কেন? তবু ও তোমার কথা মনে রেখেই ভোরে ঘুম থেকে উঠি। ঘুম থেকে উঠে, বিছানায় যখন আম্মাকে না দেখি তখন মনে হয় আম্মা তোমার জন্য চা বানাতে গেছে। কিন্তু না, তা মিথ্যে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি তুমি যে রসুনগুলো সকালে খেতে তা ডালির মধ্যে অযত্নে পড়ে আছে, ওরা ও যেন ভাবছে কি ব্যাপার কি ব্যাপার কেউ আর সকালে আমাদের খায় না কেন? আর তোমার প্রিয় কাকগুলো; তারা ও যেন তাদের মনিব আর নেই তা জেনে গেছে আর তাই আমাদের দেয়া ভাত আর তারা খায় না।

সব কিছুই যেন তোমার অভাবে খাঁ খাঁ করছে। তোমার লুঙ্গি, তোয়ালে, জিনসের প্যান্ট, টেবিল, আয়না, কম্পিউটার সব কিছুই যেন তোমার ছোঁয়া না পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। এরপর সকাল গড়িয়ে যখন দুপুর আসে, রান্নাঘরে যাই করল্লা আর ইলিশ মাছ ভাজতে। কিন্তু ভাজতে পারি না, মনে হয় কেউ যেন পিছনে দাঁড়িয়ে বলছে, "কি ব্যাপার, এতদিন ধরে শেখানোর পর ও করল্লা ভাজি করতে শিখলি না"। তাই আর আমার হাত চলে না। এরপর ভাত বেড়ে নিয়ে আসি খাবার টেবিলে, মুখ দিয়ে প্রায় বের হয়ে যায়, "আব্বা, ভাত দিয়েছি"। কিন্তু কে যেন গলা চেপে ধরে, আর তাই "আব্বা" ডাকটি মুখ দিয়ে বের হয় না। দুপুরের খাবার খাই জড় পদার্থের মতো, অনেকেই আমার পাতে ভাত বেড়ে দেয়, কিন্তু আমার চোখে ভাসে তোমার ফর্সা, চিকন অদৃশ্য হাতটি। দুপুর গড়িয়ে আসে বিকেল ও রাত। এ সময়ে অবিরত বেজে চলে ফোন ও মোবাইল। ধরতে ইচ্ছা হয় না আমার। কারণ ওসব তো তুমিই ধরতে। অফিস থেকে বিকেল বেলা আম্মা পত্রিকা নিয়ে আসে, জানো আব্বা কতো জন তোমাকে নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি করে যে বলে আমি তা শেষ করতে পারবো না। এইতো যেমন ঢাকার রূপা লিখেছে, "ধ্বসে গেলো এক আলোক স্তম্ভ"। এরকম ৬৪টি জেলা থেকে ও ১৮২টি দেশ থেকে সবাই তোমাকে নিয়ে লিখেই চলেছে। তোমার কি এসব

পড়তে ইচ্ছা হয় না! শুধুই অবসর নিতে ইচ্ছে করে তোমার এখন? আঝা প্লীজ জানিও তোমার অবসর কেমন কাটছে? তোমার পাহারায় পুলিশ আছে? অস্বস্তি বোধ করছো কি এখনো? জানিও প্লীজ। খুব ক্লান্ত লাগছে আঝা, তাই এই মাত্র টিভি ছাড়লাম। ওমা, লংটেনিস দেখবেনা তুমি? এখন ও ঘুমাবে? মাত্র ৫৭ বছর বয়সে এতো অবসর চাও কেন তুমি? ওঠো প্লীজ, টেনিস খেলাটা দেখে নাও।

খেলা শেষ। চ্যানেল আই-এ শুরু হয়েছে "তৃতীয় মাত্রা"। কি ব্যাপার তুমি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করনি? তোমার এতো পরিবর্তন হয়েছে, সত্যি আঝা লাগে। থাক, অনেক রাত হয়েছে, একটু ঘুমিয়ে নিই। কিন্তু আঝা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়- উথাল পাতাল লাগে আমার, চিৎকার করে "আঝা" বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি কাকে "আঝা" ডাকবো? কারণ তুমি ছাড়া এই ডাক আর কাউকে দেয়া যায় না। আঝা কেন হঠাৎ করে পিছন থেকে তোমার বাঁকা মুখের ফাঁকে সরল হাসি দেখতে পেলাম, মনে হলো তুমি হেসে বলছো, "তুই ও বিশ্বাস করলি আমার হার্ট এটাক হয়েছে? তাহলে আর বাকি রইলো কে?" সত্যি আঝা, আমি বিশ্বাস করি না তোমার হার্ট এটাক হয়েছে, আমি জানি তোমার হার্ট ছিলো বিশুদ্ধ রক্তে ভরা নির্মল। তাহলে কেন এমন হলো? কোন আততায়ী তোমাকে শেষ করে দিলো? আঝা, পৃথিবী ছাড়ার সময় তুমি কি আমাদের ডাকছিলে? খুব কষ্ট হচ্ছিলো তাইনা? খুব অভিমান করেছিলে বুঝি দেশের প্রতি, তাই দেশ ছেড়ে দূরে গিয়ে মারা গেলে? না, দুঃখ করোনা আঝা, দেশের গুটিকয় মানুষ ছাড়া সবাই তোমাকে ভালবাসে, তার প্রমাণ তো জীবিত অবস্থায় কিছুটা পেয়ে গেছো আর বাকিটা হলো তোমার প্রতি দেশের আপামর মানুষ শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলো আর তোমার চিরনিদ্রার বিছানা হয়েছিলো ফুলের বাগান। আঝা, তোমার অলস মৌলির চোখ ভিজে আসছে, সে আর লিখতে পারছে না। যদি পার অচেনা দেশ থেকে মৌলির প্রতি একটি চিঠি দিও, প্লীজ।

মোজেন্যঃ

শব্দশুদ্ধ (এপ্রিল-মে ২০০৮ সংখ্যা)

<http://members.aol.com/shabdaweb>

অনুদিতঃ জাহেদ আহমদ

www.mukto-mona.com